উত্তরাঞ্চলের সীমান্তসংলগ্ন হাটবাজারে কৃষিপণ্যের পাইকারি দর পড়ে গেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুড়িগ্রাম থেকে ॥ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্তসংলগ্ন জেলা শহর ও উপজেলার বড় হাটবাজারগুলোতে ধান, পাট, সুপারি ও আলুসহ বিভিন্ন পণ্যের পাইকারি দর হঠাৎ করেই পড়ে গেছে। এ কারণে প্রান্তিক কৃষক, গৃহস্থ ও বড়-মাঝারি ব্যবসায়ী মহলে দেখা দেয় চরম হতাশা। কোন কোন শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাজারে চালের দাম ঠিক থাকলেও অধিকাংশ পাইকারি খাদ্যশষ্যের বাজারে বিশেষ করে ধান, সুপারি ও আলুর দর একেবারে পড়ে গেছে। দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নাটোর, রংপুর ও রাজশাহীসহ কয়েকটি এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, এক সপ্তাহ আগে ধানের পাইকারি দর ছিল ২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা, এখন তা ২৪০ থেকে ২৬০ টাকায় নেমে এসেছে। তোষা পাটের বাজার ছিল প্রতি মণ ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা আর দেশী ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা, বর্তমানে প্রতি মণ তোষা পাটের দাম ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, দেশী ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। আলু প্রতি মণ ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবুও আলুর পাইকারী ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। সুপারির দামও অনেক কমে গেছে। গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন, পরপর কয়েক বছর বাম্পার ফলন হবার কারণে সরকারী খাদ্যগুদামগুলোতে প্রচুর ধান ও চাল মজুদ আছে। সরকারীভাবে এখন ধান ও চাল কেনা হচ্ছে না। অথচ প্রতি বছর সরকার এ সময় বিভিন্নভাবে ধান ও চাল সংগ্রহ করে থাকে। বড় কৃষক ও ধান ব্যবসায়ীরা গুদামে চাল দিত, এখন তা পারছে না। সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে ধান ও চাল নিয়ে যায়। তারাও এবার ধান ও চাল কিনছে না। অপরদিকে সরকারী ও বেসরকারী পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় পাট ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। যার ফলে ব্যবসায়ীরা পাট কিনতে পারছে না। আর প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় সুপারি চোরাচালান হয়ে আসছে। এবার দক্ষিণাঞ্চল থেকে কোন ব্যবসায়ী সুপারি কিনতে আসছে না। তারই প্রতিক্রিয়া পড়েছে পাইকারি বাজারে। সামনে ধান উঠবে বলে বড় কৃষক ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের মজুদ থেকে বাজারে ছাড়ছেন বিক্রির জন্য। কিন্তু ক্রেতা নেই।

গলাচিপায় ভিজিএফ কর্মসূচী বন্ধ ॥ ১৫ হাজার দুস্থ পরিবার বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলাচিপা থেকে ॥ সাগর পাড়ের গলাচিপার উপকূলীয় জনপদে আশ্বিনের আকাল জেঁকে বসতে শুরু করেছে। ক্ষেত খামারসহ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের কোথাও কোন উন্নয়ন কাজ চলছে না। গত তিন মাস ধরে সরকারী ভিজিএফের সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এলাকার অসংখ্য শ্রমজীবী ও দুস্থ পরিবার অভাবের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। সামনে রয়েছে কার্তিক মাসের আরও প্রচণ্ড আকাল। ফলে এসব অভাবী পরিবার এক প্রকার দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গত জুলাই মাস থেকে সরকারী ভিজিএফ কর্মসূচী বন্ধ রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় এর আগে প্রতিটি ওয়ার্ডে এক শ' দুস্থ পরিবারকে প্রতি মাসে ১০ কেজি করে গম অথবা চাল দেয়া হতো। এ কর্মসূচীতে গলাচিপা উপজেলায় ১৬টি ইউনিয়ন ও স্থানীয় পৌরসভার ১৫ হাজারেরও বেশি দুস্থ এবং শ্রমজীবী পরিবার উপকৃত হতো। এ কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব পরিবার বর্তমানে প্রচণ্ড বিপাকে পড়েছে। এছাড়া একই সময় থেকে সকল প্রকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। প্রকৌশল দফতরসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগ থেকেও শ্রমজীবী মানুষ উপকৃত হয় এ ধরনের কোন প্রকল্পের কাজ চলছে না। আশ্বিন ও কার্তিক মাসে গলাচিপা উপজেলায় ক্ষেতখামারেও কোন কাজ থাকে না। এ সময়ে মানুষ ক্ষেতের আমন ধান পাকার অপেক্ষায় বসে থাকে। যেসব কৃষি শ্রমিক মহাজনদের বাড়িতে কাজ করে তারাও বেকার সময় কাটাচ্ছে। চরাঞ্চল প্রধান গলাচিপার শ্রমজীবী মানুষের একটি বড় অংশ এ সময়টাতে নদী ও সাগরে মাছ ধরে জীবিকার সংস্থান করে কিন্তু নদী ও সাগরের এখন আর আগের মতো মাছ মিলছে না। গলাচিপার মানুষের জীবন যাপন ব্যবস্থা প্রায় পুরোটাই কৃষি এবং মৎস্য নির্ভর। এ দু'টিতে এখন চলছে চরম বন্ধ্যাত্ব। এর পাশাপাশি সরকারী সাহায্য ও সকল প্রকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমজীবী মানুষের হাত অর্থ শূন্য হয়ে পড়েছে। এর প্রভাবে শহরসহ গ্রামগঞ্জের দোকানপাটে বেচাকেনা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। এ অবস্থায় সামনে ধেয়ে আসছে কার্তিকের আকাল। শ্রমজীবী মানুষ আকালের এ দুঃসময়টা কিভাবে পাড়ি দেবে এ নিয়ে তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

অপরাধী শনাক্ত হয়নি ॥ বিনা বিচারে সাত মাস আটক পঞ্চগড়ের ৮ যুবক

পঞ্চগড়, ৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ টিআই প্যারেডে অপরাধী হিসাবে শনাক্ত না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ ৭ মাসেরও বেশি সময় ধরে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার বলরামপুর গ্রামের সুমন নামে ১২ বছরের পিতৃহীন এক কিশোরসহ ৮ যুবক বিনা বিচারে ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারে আটক রয়েছে। মুক্তি পাবার আশায় জেলখানার অন্ধ প্রকষ্ঠে প্রহর গুনছে তারা। ওরা জানে না ওদের অপরাধ কি? কেনইবা ওদের আটক করা হয়েছে। সুমনের বৃদ্ধা মা মোমেনা পুলিশের দাবিকৃত ঘুষের টাকা যোগাতে এখন ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যের বাসায় কাজ করতে নেমেছে। ছেলেকে মুক্ত করতে না পেরে পাগলপ্রায় বৃদ্ধা মা অবশেষে ছেলের মুক্তির ব্যাপারে সাংবাদিকদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মামলার বিবরণে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি রাত ৮টায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ভাওলার হাট ইউনিয়নের প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমিন মোটরসাইকেলে ঠাকুরগাঁও শহর থেকে বাড়ি যাচ্ছিল। পথে পটুয়া পুকুর নামক স্থানে ৭/৮ ডাকাত তার পথরোধ করে এবং পকেট থেকে লাইসেন্সকৃত ৫ রাউন্ড গুলিসহ রিভলবার ছিনিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে রুহুল আমিনের বড় ভাই খায়রুল ইসলাম ১৭ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, ধারা-৩৯৫/৩৯৭ দণ্ডবিধি। এরই প্রেক্ষিতে ঠাকুরগাঁও থানা পুলিশ ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্দেহমূলকভাবে আবদুর রাজ্জাক, ইয়াছিন, রেজাউল, লাল মিয়া, ইসরাইল, বাচ্চা মোহাম্মদ, নূর ইসলাম, মোজাহারুল, ফজলুর রহমান, জীবন কান্তি সরকার এবং সুমনসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে উচ্চ আদালত হতে লাল মিয়া, বাচ্চু মোহাম্মদ এবং মোজাহারুল জামিনে মুক্তি পেয়েছে। অবশিষ্ট আসামীরা এখনও জেলা কারাগারে মুক্তির প্রহর গুনছে। মঙ্গলবার সুমনের বৃদ্ধা মা পঞ্চগড়ের সাংবাদিকদের কাছে এসে

জানান, তাঁর বাড়ি পঞ্চগড় জেলা আটোয়ারী উপজেলার বলরামপুর গ্রামে। চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারী রাতে তার ছেলেকে ঠাকুরগাঁও থানা পুলিশ কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই ধরে নিয়ে যায়।

তিনি পরদিন ঠাকুরগাঁও থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ঠাকুরগাঁও সদরের ভাওলার হাটের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের রিভলবার ছিনতাই ঘটনায় তার ছেলেসহ ১১ যুবককে সন্দেহমূলক পুলিশ গ্রেফতার করে। ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট কারাগার অভ্যন্তরে এক টিআই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। ওই টিআই প্যারেডে মামলার বাদী ও সাক্ষী আটক ৮ জনের কাউকেই শনাক্ত করতে পারেনি। কিন্তু টিআই প্যারেডের ৪১দিন পরও ঠাকুরগাঁও থানা পুলিশ আদালতে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করেনি। সন্দেহভাজন আসামীদের বিনাবিচারে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন ফাইনাল রিপোর্টের জন্য আটককৃতদের পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করে। কিন্তু তারা ওই এসআইর দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করতে না পারায় মামলাটিকে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন। ভুক্তভোগীদের পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, ফাইনাল রিপোর্টের জন্য ওই কর্মকর্তা টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা টাকা না দেয়ার জন্যই ওই কর্মকর্তা ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছেন না। আর এ কারণেই মাসের পর মাস তাদের বিনাবিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। আটককৃত আসামীদের পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠনের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ঠাকুরগাঁও থানার এসআই আব্দুল বাতেন ফোনে জানান, ব্যস্ততার কারণে তিনি রিপোর্ট দিতে পারেননি। তবে শীঘ্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

দু'টি জেলার ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরছাড়া

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, কোটালীপাড়া থেকে ফিরে ॥ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়ে বরিশাল ও বাগেরহাট জেলার গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, মোল্লাহাট, চিতলমারী প্রভৃতি উপজেলার কমপক্ষে ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ও অন্যান্য স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রামশীল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রামশীল বাজার ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রিত এসব লোক এখন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে জীবনযাপন করছে। আজ মঙ্গলবার সরেজমিন গিয়ে সহিংসতা ও নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার নারী-পুরুষের সাথে আলাপ করে জানা গেছে এসব নির্যাতনের কথা। নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা যেন '৭১-কেও হার মানিয়েছে। যে সব পরিবার '৭১-এও বাড়িঘর ছাড়েনি তারাও বাধ্য হয়েছে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে দিতে। নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অপরাধে গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী, বাহাদুরপুর, বার্থী, পিংগলাকাঠি, আশোকাঠি, টরকী বন্দর, নরচিড়া, শরিকল, আগৈলঝাড়া উপজেলার রাংতা, বাকল, রাজিহার, চিংগেটিয়া, রামসিদ্ধি, ধানডোবা, জয়রামপট্টি, উজিরপুর উপজেলার গুরিয়া, উত্তর মাদারকাঠিসহ সর্বত্র নির্বাচনের পর পরই নারীধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, চক্ষু উৎপাটন, লুটপাট ও মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায়সহ লোমহর্ষক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। থানাকে এসব ব্যাপারে জানানো হলেও প্রশাসন তাদের জানমালের নিরাপত্তায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটালীপাড়া থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব আশ্রয়গ্রহণকারী তাদের ওপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাংচুরের ঘটনার বর্ণনা দেয়। এ সময়ে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ আলী খান আবু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুব আলী খানসহ জেলার অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলার কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান, কোটালীপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি হেমন্ত অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা বিমল বিশ্বাস, থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অহিদুল হাজরা, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুজ্জামান মিলন, কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার, পৌর চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বীরবিক্রম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় যে, গৌরনদী উপজেলার উত্তর চাঁদনী গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মা-মেয়েসহ তিনজনকে জনসম্মুখে ধর্ষণ শেষে ঐ পরিবারের মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। বাটাজোর ইউনিয়নের বাছার গ্রামের একটি পরিবারের তিনটি মেয়েকেও মা-বাবার সামনে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগদা ইউনিয়নের মেম্বার সালাম খান (৩৫) কোটালীপাড়া থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত আগৈলঝাড়ার বাগদা গ্রামের পুলিন (৪৮) কোটালীপাড়ার রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। জয়রামপট্টি গ্রামের স্বপন রায় (৩৫) নির্বাচনের পরের দিনই কোটালীপাড়ায় পালিয়ে এসেছেন। বগদা গ্রামের রমেশ মাস্টারকে দিগম্বর করে মারধর করা হয়েছে। গৌরনদী থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জানান, তিনি তাঁর সাথে করে ৭০ জন নেতাকর্মীকে রামশীল নিয়ে এসেছেন নিরাপত্তার কারণে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরের দিন রাত থেকেই গুলি-বোমা শুরু হয়। সন্ত্রাসীরা দোকানপাট-বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতের বেলা বেশ কয়েকজন যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, গ্রামে যুবতী মেয়েদের সন্ধ্যায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং সারা রাত পাশবিক নির্যাতন করে সকালে ছেড়ে দিচ্ছে। এখনও অনেকে বাগানে পালিয়ে আছে। রাতের আঁধারে শত শত লোক প্রতিদিন এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা সুকুমার বালা (৬৫) বলেন, '৭১-এ ভারতে যাইনি। বাড়িঘর ছাড়তে হয়নি পরিবারের লোকজনকে। অথচ আজকে তাঁকে ভিটামাটি ছেড়ে আসতে হয়েছে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন বাহাদুরপুর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র হালদার (৫৫)। বাহাদুরপুর নিশিকান্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। সুনীল ডাক্তারের বাড়ির ঐ এলাকার সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজা মণ্ডপ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এবারের দুর্গাপূজা তাদের পালন করা হবে না। বাড়িঘর ছেড়ে আসা অধিকাংশ লোকজনই বলেছেন, মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে ও তাঁদের জীবন বাঁচাতে তাঁরা এলাকা ছেড়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী এ কর্মকাণ্ড '৭১-এর বর্বরোচিত ঘটনাকেও হার মানিয়েছে বলে তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন। অবিলম্বে এ লোকজনের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা না হলে তাঁরা খাদ্যাভাবের শিকার হয়ে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী পাগলাকে পুলিশ আটক রাখতে পারবে তো?

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বগুড়ার যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য পুলিশ দিন রাত সমান করে ফেলেছিল, যে সন্ত্রাসীর নাম শুনলে আঁৎকে উঠত শহরের মানুষ সেই ইব্রাহিম পাগলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে পালাতে পেরেছে বহুবার। পালাতে পারল না রোগ-ব্যাধির কাছ থেকে। তবুও চেষ্টা করেছিল সে। তবুও শেষ রক্ষা হলো না। আটক হওয়ার পরও যে শঙ্কাটি ঘনীভূত হচ্ছে তা হলো, মোস্টওয়ান্টেড এই ক্রিমিনালকে শেষ পর্যন্ত আটক রাখা যাবে কি না! রোগ বালাইয়ের পয়েন্ট ধরে পার পেয়ে যাবে কি না! 'পাগলা' হিসাবেই সে খ্যাতি পায় সন্ত্রাস জগতে। আসল নাম ইব্রাহিম হোসেন। তার বাড়ি শহরের সেউজগাড়ি এলাকায়। তার বড় ভাই আব্দুল খালেক কাল্যেও ছিল ৮০'র দশকের শেষ ভাগের টপটেরর। সে সময় 'কাল্যে' নাম শুনলেও থরথর করে কাঁপত লোকজন। ঐ সময়ে আধুনিক অস্ত্রের এত প্রচলন না থাকায় শহরের বুকে প্রকাশ্যে রাম দা নিয়ে ঘুরত কাল্যে। একদিন সন্ত্রাসীর হাতেই মৃত্যু হয় কাল্যের। লাশ পাওয়া যায় শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। কাল্যের পর শীর্ষ সন্ত্রাসী আরও তৈরি হয়। তবে পাগলার মতো ভয়ঙ্কর একমাত্র পাগলাই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাগলা গড়ে তোলে এক বাহিনী। অবৈধ অস্ত্রধারী এই বাহিনীর নাম হয় পাগলা বাহিনী। ফেনসিডিল ব্যবসা দিয়ে এই পাগলা বাহিনীর যাত্রা শুরু। ফেনসিডিলের কত যে গোপন গুদাম পাগলার রয়েছে তার হিসাব পুলিশের অজানা। এরপর পাগলা বাহিনী নেমে পড়ে মাঠে বেআইনী অস্ত্র ও বোমা নিয়ে। পুলিশের কাছে খবর যায় পাগলার রয়েছে নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডার। যে ভাণ্ডারে আছে ৯ এমএম আধুনিক পিস্তল, আধুনিক স্টেনগানসহ নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। তার ভাণ্ডারে আছে বিস্ফোরক দ্রব্য। গত ১৮ জুলাই পুলিশ সেউজগাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাটি খুঁড়ে যেসব অস্ত্র, গুলি ও ২ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে এগুলো পাগলা বাহিনীর বলে পুলিশ জেনেছে। তারপর সেখানে আর অভিযান চলেনি। পাগলাকেও আটক করা যায়নি।

পাগলার উত্থান পর্বের যে তথ্য মেলে তাতে দেখা যায় একটি রাজনৈতিক দলের বড় এক নেতার পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় এই সন্ত্রাসী ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। এরপর ছিনতাই, দস্যুতাসহ বড় বড় অপরাধ করেও পার পেয়ে যায় সে। পাগলার নামে থানায় দায়ের হতে থাকে একের পর এক মামলা। এভাবে ১৮টি মামলা রয়েছে তার (পাগলা) নামে। পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা এই পাগলা প্রায় ৯ মাস আগে একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠনের সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে মালা গলায় দিয়ে ব্যান্ড পার্টির বাদ্যের সঙ্গে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শহরের মানুষ তখন অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখে। যে সন্ত্রাসীকে পুলিশের গ্রেফতার করার কথা সেই সন্ত্রাসীর বিজয় মিছিল শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে পুলিশেরই প্রোটেকশনে। এরপর পাগলার সন্ত্রাস আর থামানো যায়নি। অবৈধ অস্ত্রধারী এই পাগলার অস্ত্র ভাণ্ডারে অভিযানও চলেনি। ১৫ জুলাইয়ের পর বিশেষ অভিযান চলাকালে পাগলা গা-ঢাকা দেয়। তাকে হন্যে হয়ে খোঁজে পুলিশ। সবসময়ই পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে সে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে অন্যরকম খবরও পাওয়া যায়। পুলিশ পাগলাকে আটকের জন্য অভিযানে যাওয়ার আগেই পুলিশেরই নিম্নস্তরের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর মোবাইল ফোনে পাগলাকে জানিয়ে দিত। এভাবে পার পেয়ে যেত পাগলা। মাত্রাতিরিক্ত ফেনসিডিলসেবী পাগলা কিছুদিন আগে আক্রান্ত হয় পেপটিক আলসারে। সেময় সে ছদ্মনামে রাজশাহীতে চিকিৎসা নেয়। তার মুখে এখন লম্বা দাড়ি। ক'দিন আগে বগুড়া এসে যোগাযোগ করতে থাকে আরেকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে। জানা যায়, সে দলে তার যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু হলে ফের অসুস্থ হয়ে সেউজগাড়ির একটি ক্লিনিকে ভিন্ন নাম ও ঠিকানায় ভর্তি হয়। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ পুলিশ পাগলার সন্ধান পেলে সোমবার রাতে সাদা পোশাকে ঘিরে ফেলে ঐ ক্লিনিকটি। এরপর রাত সাড়ে ন'টায় গ্রেফতার করা হয় পাগলাকে। শহরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেই তা পরিণত হয় 'টক অব দ্য টাউনে'। জনমনে এখন প্রশ্ন তিনটি– এক. পাগলাকে কি আটকে রাখা যাবে! দুই. সে কি খোলস পাল্টে ফের মাঠে নামবে! তিন. উদ্ধার করা যাবে কি পাগলার অবৈধ অস্ত্রগুলো!

বরিশালে এবার কলেজ দখলের পালা ॥ শিক্ষকরা শঙ্কিত

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ এবার কি কলেজ দখল হবে? নগরীর প্রাণকেন্দ্রের সিটি কলেজের শিক্ষকরা দখল সম্ভাবনায় শঙ্কিত। বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। দু'দিন ধরে শোনা যাচ্ছে তিনি অধ্যক্ষের পদ দখল করতে আসছেন। এমনকি তাঁর পক্ষের লোকজন কলেজে এসে ব্যানারও টানিয়ে দিয়েছে। ঐ অধ্যক্ষকে দুর্নীতির অভিযোগে কলেজ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতির মামলা বিচারাধীন। –এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের। সূত্র জানায়, নানা কেলেঙ্কারির কারণে বরিশাল সিটি কলেজের নাম রয়েছে। আর এ নামের হাতেখড়ি ঘটেছিল ঐ সাবেক অধ্যক্ষের হাত ধরে। বছর দুয়েক আগেও এ কলেজটি সম্পর্কে প্রচার ছিল এ কলেজের চেয়ার টেবিলও পরীক্ষায় পাস করে যায়। নকলের জন্য কুখ্যাতি অর্জনকারী এ কলেজটি কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ঐ অধ্যক্ষ কলেজটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ব্যবহার করতেন। কলেজের অর্থ কড়ি নিয়ে নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কলেজের গবর্নিং বডির বৈঠকে তাঁর বেশ কিছু আর্থিক অনিয়মও ধরা পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলেজের একটি ভবন নির্মাণ ও সংস্কারকাজের প্রায় সাড়ে ১৯ লাখ টাকার মধ্যে ১৪ লাখ টাকা আত্মসাত, কয়েকজন শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে টাকা উঠানো। ১৯৯৯ সালের ১৪ মার্চ জেলা প্রশাসক ও কলেজের গবর্নিংবডির সভাপতির সভাপতিত্বে সভায় অধ্যক্ষকে দুর্নীতির কারণে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। ১৫ মার্চ '৯৯ তিনি ন্যাশনাল ব্যাংকের কলেজের এ্যাকাউন্ট থেকে তিন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে যান। একই দিনে তাঁর সমর্থক বিএনপির কিছু জঙ্গী কর্মী নিয়ে কলেজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জোর করে নিয়ে যায়। তার নিয়োগকৃত ৭/৮ জন কর্মচারী এখানে চাকরিরত থাকলেও তারা কোন কাজ করে না। এসব ঘটনার পর দুর্নীতিদমন ব্যুরো তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এরপর থেকে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতোমধ্যে কলেজের দুর্নাম অনেক ঘুচেছে। কলেজের নতুন প্রশাসন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর ৪ অক্টোবর প্রথমবার কলেজ দখল হতে পারে এমন গুজব শোনা যায়। পরবর্তীতে ৮ অক্টোবর সাবেক অধ্যক্ষের পক্ষের কয়েকজন সন্ত্রাসী ও বখাটে যুবক কলেজে একটি ব্যানার টানিয়ে দিয়ে যায়। সেই ব্যানারে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সাবেক অধ্যক্ষের আগমনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এরা বলছে আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে অধ্যক্ষ তাঁর জায়গায় ফিরে আসবেন। এদিকে এ ঘটনায় কলেজে সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

আফগানিস্তানে হামলার পর সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার ॥ তালেবান অনুসারীদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ॥ আফগানিস্তানে মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। দু'দেশের সীমান্ত চেকপোস্টগুলোতেও এ ব্যাপারে বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। আফগান তালেবানদের অনুসারী কেউ যাতে সীমান্ত অতিক্রম করে যাতায়াত করতে না পারে সে কারণেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে এখন পর্যন্ত কোন তালেবান আটক না হলেও উগ্রপন্থী কয়েকটি মৌলবাদী গোষ্ঠী যাতায়াতের ক্ষেত্রে দু'দেশের সীমান্ত ব্যবহার করে বলে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে রিপোর্ট রয়েছে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের। সূত্র জানায়, বাংলাদেশের সাথে ভারত এবং মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৫শ' কিলোমিটার। এর মধ্যে শুধু ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ৪ হাজার ২শ' ২২ কিলোমিটার। আর মিয়ানমারের সাথে রয়েছে ২শ' ৮৮ কিলোমিটার সীমান্ত। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রয়েছে সবচেয়ে বেশি ২ হাজার ৩শ' ৪ কিলোমিটার। সূত্র মতে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সীমান্তপথ ব্যবহার করে উগ্রপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠীর কয়েকটি গ্রুপ যাতায়াতের জন্য। গত '৯৯ সালের এপ্রিল মাসে এবং চলতি বছরের জুন মাসে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার ওপারে ভারতের হাসনাবাদ এবং টাকি এলাকা থেকে বিএসএফ আটক করে দুই যুবককে। এদের একজনের নাম আয়াজ আহমেদ। সে হিযবুল মুজাহিদিন গ্রুপের সদস্যঅ অপরজন জহির খান হরকত উল জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে বিএসএফকে জানায়। তারা সে সময় পুলিশের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে তাদের কয়েক সঙ্গী যাতায়াতের জন্য এই পথ আগেও ব্যবহার করেছে। ফলে আফগানিস্তানে মার্কিন বোমা হামলার পর ভারত সরকারও বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর সতর্কতা জারি করেছে। কয়েকটি এলাকায় বিএসএফের পাশাপাশি স্পেশাল ফোর্সও নামানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশের সব সীমান্ত পয়েন্টে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যাতে পাসপোর্টে কোন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের নেতা বা সদস্য তাদের নজর এড়িয়ে যাতায়াত করতে না পারে। এমনকি এসব সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের নেতাদের নামের তালিকা ছাড়াও বড় বড় অপরাধীদের নামের তালিকা সীমান্ত পোস্টগুলোতে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ তাবলীগ সদস্যদের ছদ্মবেশে যাতে কোন তালেবান সদস্য যাতায়াত করতে না পারে সে ব্যাপারেও নির্দেশ রয়েছে। পুলিশের এক উর্ধতন কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, কোন তালেবান সদস্য কিংবা মৌলবাদী গ্রুপের নেতা ওপারে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট ব্যবহার করে না যদি সে সন্দেহভাজন হন। সে ক্ষেত্রে সে চোরাপথ ব্যবহার করতে পারে। তবে সীমান্ত এলাকায় যেহেতু কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে তাই সহজে তারা যেতে পারবে না। বিডিআরের এক কর্মকর্তাও একই কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম নির্যাতনের অভিযোগ করলেন দবিরুল

ঠাকুরগাঁও, ৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ঠাকুরগাঁও-২ আসনে নির্বাচিত এমপি আলহাজ দবিরুল ইসলাম সোমবার সন্ধ্যায় বানিয়াডাঙ্গীস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, স্থানীয় বিএনপি কর্মীবাহিনী তাঁর নির্বাচনী এলাকার সংখ্যালঘুসহ নিরীহ ভোটারদের নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে জুলুম, অত্যাচার, হামলা, মিথ্যা মামলা অব্যাহত রেখেছে। এমপি দবিরুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনার পর শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় নির্বাচনোত্তর এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলেন, ১ অক্টোবর নির্বাচনের দিনে হরিণমারী ও আমজানঘোর ইউনিয়নের ফলাফল ঘোষণার পর ৪ দলীয় জোটের বিএনপি কর্মীদের সশস্ত্র হামলায় সংখ্যালঘুসহ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১০ কর্মী গুরুতর আহত হয়। ২ অক্টোবর কালমেঘ ঘাটের কাছে পাকা রাস্তার বারোঢালি নামক স্থানে ছাত্রদলের ক্যাডার বাহিনী কালমেঘ আর. আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ বাকীকে মারপিট করে। ঐদিন সন্ধ্যায় বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুমার রায়কে কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রেখে হত্যার হুমকি দেয়। একই দিন লাহিড়ী হাটে বিএনপির কর্মী বাহিনী নৌকা সমর্থক দাড়িয়ার হোটেল ও রেস্টুরেন্টে হামলা চালিয়ে লুটপাট শেষে দোকান বন্ধ করে দেয়। ৩ অক্টোবর বাদামবাড়ী হাটে বিএনপির কর্মীরা নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী অফিস ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ওষুধের দোকান ও কয়েকটি সেলুন ভেঙ্গে দেয়। অপরদিকে মাসানডাঙ্গী গ্রামে নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে বেশ কিছু পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এ ছাড়া গড়িয়ালী গ্রামেও নৌকা মার্কার সমর্থিত কয়েক কর্মীকে বেধড়ক মারপিট করা হয়।

মানিকগঞ্জে দল বদলের পালা ॥ জাপা আওয়ামী লীগ হয়ে আবার বিএনপিতে ফিরছেন রমজান আলী

মানিকগঞ্জ, ৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানিকগঞ্জে দল বদলের পালা শুরু হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বেশকিছু নেতাকর্মী ছাড়াও আওয়ামী ক্যাডার হিসাবে পরিচিত একটি গ্রুপ অচিরেই বিএনপিতে যোগ দেবে বলে জানা গেছে। তবে এদের নেয়ার ব্যাপারে দলে দ্বিমত রয়েছে। কেননা দ্বিধা-বিভক্ত স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের রয়েছে নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ। ধারণা করা হচ্ছে সরকার গঠনের পর যে পক্ষ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে সেই পক্ষই এই দল বদলের ফসল ঘরে তুলবে। যে সব নেতা দল বদল করতে পারেন, তার মধ্যে অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা মানিকগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান রমজান আলী। এ ছাড়াও রয়েছেন ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনঠাসা কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী। রমজান আলীর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানানোর মধ্যদিয়ে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ হয়ে তিনি যে আবার বিএনপিতে ফিরে যাচ্ছেন– এটা এখন মানিকগঞ্জের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। অথচ সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে তিনি স্ত্রীসহ মাঠেই ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগমের গাওয়া গান নৌকার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করা হয়।

রমজান আলী তাঁর বক্তৃতায় তীব্র সমালোচনা করতেন বেগম জিয়া ও বিএনপির। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর জাতীয় পার্টি থেকে বিএনপিতে রমজান আলীর যোগ দেয়ার একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বিএনপির একটি অংশের সমর্থন থাকলেও অপর একটি অংশ এর বিরোধিতা করে। তবে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তিনি এই দলে যোগ দেন। মূলত চেয়ারম্যান নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি আবার বিএনপিতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করছেন। এবারও তিনি বিএনপির একটি গ্রুপের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। রমজান আলী ছাড়াও জাসদ থেকে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী কিছু নেতাকর্মীও বিএনপিতে যোগ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এরা ১৯৯৪ সালে জাসদ থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিল। পরবর্তীতে এরা আওয়ামী লীগের ফাইটিংগ্রুপে পরিণত হয়। বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এরা যেমন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, তেমনি আওয়ামী সরকারের সুযোগ-সুবিধা

পাওয়ার ক্ষেত্রেও এরা ছিল সামনের সারিতে। পরবর্তীতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ ক্ষমতার ফল ভোগ করতে থাকে। অপর অংশটি কোনঠাসা হয়ে পড়ে। সেই অংশটি এবার বিএনপিতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করছে। জানা গেছে, এরই মধ্যে বিএনপির একটি অংশের সঙ্গে এদের সমঝোতা হয়েছে। অনুগত একটি ক্যাডার গ্রুপও তাদের সঙ্গে থাকছে। বিএনপি সরকার গঠনের পর মানিকগঞ্জে বিএনপির কোন্ গ্রুপটির অবস্থান সংহত হয় তার ওপরই নির্ভর করছে কোন্ গ্রুপ দল বদলের ফসল ঘরে তুলবে। জানা গেছে, জেলা বিএনপির দ্বিধাবিভক্ত গ্রুপের নেতা খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এমপি ও হারুনার রশিদ মুন্নু দু'জনেরই মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বগুড়ার কালিবালা গ্রাম এখন ভীতসন্ত্রস্ত জনপদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বগুড়া, থেকে ॥ বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে কালিবালা গ্রাম এখন প্রতিহিংসার রাজনীতিতে এক ভীতসন্ত্রস্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরনো দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক বিরোধে রূপ নেয়ায় বগুড়া সদরের রাজাপুর ইউনিয়নের আলোচিত কালিবালা গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকসহ অন্তত ৪০টি পরিবার এখন গ্রামছাড়া। এ ছাড়া আরও কমপক্ষে বিশটি পরিবার পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে। নির্বাচনপরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্রাম থেকে বিতাড়িত পরিবারগুলো ভয়ে যেমন এলাকায় ফিরতে পারছে না তেমনি পুলিশ ঐ এলাকা পরিদর্শন ছাড়া বস্তুত গ্রাম থেকে হামলার মুখে বিতাড়িত পরিবারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের গ্রামে ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতেও পারেনি। গ্রাম ছাড়া অসহায় পরিবারগুলো বর্তমানে প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহলে ধর্ণা দিয়ে যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ঐ গ্রামের বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বলছে গ্রামছাড়া পরিবারগুলোকে কোন হুমকি বা ভয় দেখানো হয়নি। আওয়ামী লীগ শাসনামলে নির্যাতনের কারণে জনরোষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ঐ পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। অপরদিকে একাধিক সূত্র জানায়, বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা ঐ গ্রামে সর্বক্ষণিক নজরদারি ব্যবস্থা চালাচ্ছে, যাতে বিতাড়িত পরিবারগুলো গ্রামে ঢুকতে না পারে। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৭ কিমি দূরে কালিবালা গ্রাম। সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায়, গ্রামের একটি পরিবারের শরিকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব একপর্যায়ে রাজনৈতিক বিরোধে রূপ নেয় এবং বিগত সরকারের সময় সেখানে সহিংস ঘটনাও ঘটে। এজন্য বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সাবেক দফতর সম্পাদক মঈনুল হোসেন বিপ্লবকে দায়ী করে গ্রামের কিছু লোক তার ওপর হামলা চালায়। বিপ্লব বেঁচে থাকার সময় তার নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা হয়। বিপ্লব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক দিন আগে নিজ বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ঐ গ্রামের পূর্বের বিরোধ সরাসরি রাজনৈতিক আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে যারা পারিবারিক বিরোধে হামলার শিকার হয়েছিল তারা প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে। এতে বেশ কিছু পরিবার গ্রামছাড়া হয়। এ পরিবারগুলো ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থিত। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় আশপাশের ৫ ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ঐ ঘটনার মীমাংসা ও বিতাড়িত পরিবারগুলো গ্রামে ফিরে আসে। এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে কালিবালা গ্রামের শরিকদের পূর্ববিরোধ আবার রাজনৈতিক বিষয় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি পুরো গ্রাম দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ওঠে। নির্বাচনে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালিবালা গ্রামে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাসায় বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকরা হামলা চালায় বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো জানায়। বিএনপির এক স্থানীয় নেতার নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়। এতে এক রাতেই ৪০টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এর মধ্যে বৃদ্ধ ও কিশোর বয়সীরাও রয়েছে। এ ছাড়া কিছু পরিবার গ্রামে থাকলেও পুরুষরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। সোমবার কালিবালা গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে সন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে যুবক শ্রেণীর লোকজন ও বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা সাংবাদিকদের ঘিরে থেকেছে। তারা জানায়, গ্রামে কোন পরিবারের ওপর হামলা হয়নি। আওয়ামী লীগ সমর্থিত পরিবার ভয়ে পালিয়ে গেছে। বিএনপি সমর্থকরা এ সময় আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করে। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত আব্দুর রহমানের বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের জিজ্ঞাসা করার সময় বিএনপি সমর্থিত লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসায় এ মহিলা কিছু বলতে সাহস পাননি। এমনি অবস্থা গোটা গ্রামে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাদের জানানো হয়েছে কিছু হয়নি। কালিবালা গ্রাম ছেড়ে ফিরে আসার পথে মাটিডালি ব্রিজের কাছে দেখা হয় কালিবালা গ্রামের এক মহিলার সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ মহিলা জানায়, পহেলা অক্টোবর রাত থেকে তার স্বামী গ্রামছাড়া। নৌকার পক্ষে কাজ করায় সৃষ্ট পরিস্থিতি বলতে গিয়ে মহিলা কেঁদে বলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার খবর বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা জানতে পারলে তার ওপর হামলা হবে। গোটা কালিবালা গ্রামের অনেক পরিবারের মহিলাদের অবস্থা একই রকম। শহর থেকে কোন লোকজন বা প্রশাসনের লোকজন গ্রামে এলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কেউ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

নবীনগরে স্বাস্থ্য কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ॥ নবীনগর উপজেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিরাজ করছে পাহাড়সম সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যাগ নিচ্ছে না। ফলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলো। নবীনগর উপজেলায় ৮টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৭টিতে ৩ বছর ধরে কোন মেডিক্যাল অফিসার নেই। মেডিক্যাল অফিসার ছাড়াই এসব কেন্দ্র চলছে। এমনকি ডাক্তারের বদলে সহকারীরাই কেন্দ্র চালাচ্ছে। তারাই চিকিৎসা দিচ্ছে রোগীদের। অর্ধশত স্বাস্থ্য সহকারী পদও শূন্য রয়েছে। দেড় শ' পরিবার কল্যাণ সহকারীর মধ্যে আছে মাত্র ৯৪ জন। মৃত্যু, বদলি, অবসরসহ বিভিন্ন কারণে বছরের পর বছর ৫৬টি পরিবার কল্যাণসহ কারীর পদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্যপদ পূরণে কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবস্থা আরও করুণ। এ্যাম্বুলেন্স আছে, ড্রাইভার নেই। গত ৫ বছর যাবত এভাবেই চলছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ড্রাইভার না থাকায় পড়ে আছে এ্যাম্বুলেন্সটি। ডেন্টাল সার্জনের পদটি ৩ বছর ধরে শূন্য। রোগীরা এসে ফিরে যাচ্ছে। ডেন্টাল বিভাগের লাখ লাখ টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। ধরছে মরিচা। নার্সিং সুপারভাইজারের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘ দিন থেকে। পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না রোগীদের। জনসংখ্যা দিন দিন বাড়লেও বাড়েনি রোগীদের সুযোগ সুবিধা। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি না করায় রোগীদের মেঝেতে থাকতে হয়। নেই বৈদ্যুতিক জেনারেটর। যখন বিদ্যুত চলে যায় তখন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করে। বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক পাখা অকেজো হয়ে পড়েছে। মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সর্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকায় ওয়ার্ডগুলো প্রায় সময় ময়লা উপচে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবস্থা খুবই করুণ। জরুরী বিভাগ ও চিকিৎসকদের কাছে টাকা ছাড়া কথাই বলা যায় না।

সরিষাবাড়িতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কিত ॥ অনেকে গ্রাম ছেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর থেকে ॥ 'নৌকায় ভোট দিয়ে '৭১-এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম, পাকি হানাদাররা পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল, লুটপাট হয়েছিল সহায়-সম্পদ, দেশ স্বাধীনের ৩০ বছর পর নৌকায় ভোট দিয়ে আবার সেই হামলা-তাণ্ডবের অগ্নিশিখায় পুড়ে ছারখার হব এমনটি কখনও ভাবিনি। মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, এখন কি না নিজদেশেই পরবাসী হলাম'– নির্বাচনপরবর্তী সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আবেদীন সজনু তাঁর পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা বর্ণনা করেন ঠিক এভাবেই। জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার পিংনা বাজারের এই মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটি ঘরবাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের পর প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। নির্বাচনোত্তর ক্ষমতার পালাবদলের শুরুতে সরিষাবাড়ি উপজেলায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসীদের হামলা, তাণ্ডব, লুটপাট ও চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্যে সরিষাবাড়ি এখন আতঙ্কিত এক জনপদে পরিণত হয়েছে। নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, নৌকার সমর্থক-ভোটার, মুক্তিযোদ্ধা ও সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটির মতো পরিবার-পরিজন নিয়ে অসংখ্য লোক গ্রাম ছেড়েছে। নির্বাচনে জামালপুর-৪ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা নূরুল ইসলামের পরাজয়ে সেখানকার বিজয়ী দল বিএনপি ও তাদের মিত্র জামায়াত-শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা গোটা জনপদ জুড়ে হামলা-তাণ্ডব, ভাংচুর, লুটপাট, দখল ও চাঁদাবাজির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নৌকার ভোটারদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। ফলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা নিরাপদ স্থানে সরে গেছে। হিট লিস্টে যাদের নাম রয়েছে তাদের কেউ সরিষাবাড়িতে নেই। পথে পথে প্রতিপক্ষের লোকদের খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। বহিরাগতদের পথে পথে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ ও হেস্তনেস্ত করা হচ্ছে। সাংবাদিকরাও এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অদৃশ্য ইশারা-ইঙ্গিতে স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আতঙ্কিত লোকজনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না পুলিশ।

গত এক সপ্তাহে সরিষাবাড়ি উপজেলার পিংনা, বারইপটল, ফুলদহেরপাড়া, কুমারপাড়া, দৌলতপুর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, চেচিয়াবাধা, কান্দারপাড়া, বাঘ আঁচড়া, পঞ্চাশী, কুড়ালিয়াপটল, পোগলদিঘা, বলারদিয়ার, নরপাড়া, বাসুরিয়া, রঘুনাথপুর, রামপুর, কাবারিয়াবাড়ি, ভাটারা, বাউসী ঋষিপাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা ও সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ঘরবাড়ি ভাংচুর, লুটপাট, নিরীহ নিরপরাধ লোকজনকে মারপিট ও হয়রানি-নির্যাতন করা হয়েছে। দোকানপাট ভাংচুর ও বন্ধ করে দিয়ে অনেকের আয় রোজগারের পথ বনধ করে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের চাঁদার জন্য হুমকি-ধামকি দেয়া হচ্ছে। কারও কারও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্যে এলাকা ছেড়েছে। সন্ত্রাসীরা গ্রামের নিরীহ কৃষক পরিবারের হালের গরু, ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে ভূরিভোজ ও আনন্দ-ফুর্তি করছে। তার পরও এসব ব্যাপারে অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। নির্বাচনোত্তর যেন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে দিন যাপন করছে সরিষাবাড়ির সংখ্যালঘু পরিবারগুলো। বাউসী ঋষিপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। '৭১-এর এক চিহ্নিত রাজাকার সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের মূল হোতা বলে জানা গেছে। এ ছাড়া শিমলা, আরামনগর, খাগুড়িয়াকালিবাড়ি, সাইঞ্চারপাড়, রায়দেরপাড়া, কুমারপাড়া, বারইপটল, পিংনা, ফুলদহেরপাড়া, বাঘ আঁচড়া ও নরপাড়া গ্রামে শত শত সংখ্যালঘুর বাড়িঘরে সন্ত্রাসীরা হানা দিয়েছে। চাঁদা ধার্য করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের নামে। চাঁদা না দিলে দেশছাড়া করা ও গৃহবধূ ও যুবতীদের ধর্ষণ করার হুমকি দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বাঘ আঁচড়া গ্রামে সংখ্যালঘু এক যুবতীকে দিগম্বর করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু পরিবার নির্বাচনের পর হুমকির মুখে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। ভয়ভীতি, হামলা ও চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্যে সরিষাবাড়ি উপজেলায় সংখ্যালঘুদের আসন্ন দুর্গোৎসব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা সরিষাবাড়ি বাস টার্মিনাল, রেল স্টেশন, যমুনা সার কারখানা, যমুনা জেটিঘাটসহ বিভিন্ন হাটবাজার দখল করে নিয়েছে। আরামনগর বাজারের কথিত 'গদিঘর' থেকে গোটা উপজেলা নিয়ন্ত্রণ করছে সন্ত্রাসীরা। এদিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপর বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে, কেউ আদেশ অমান্য করে পত্রিকায় খবর পাঠালে তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। সরিষাবাড়ি মুক্তিযোদ্ধা সংসদও দখল করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

টর্নেডো বিধ্বস্ত লালমনিরহাটে কয়েক হাজার পরিবার এখনও খোলা আকাশের নিচে

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালমনিরহাট থেকে ॥ অভাবী পরিবারগুলোর ওপর টর্নেডোর আঘাত যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। টর্নেডো কবলিত এলাকায় এখন শুধু ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। চারদিকে আর্তনাদ টর্নেডোও মরি নাই বাহে খাবার বেগর মরি বুঝি? গত ৫ অক্টোবর জেলার কালীগঞ্জ ও আদিতমারী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ভয়াবহ টর্নেডো। টর্নেডোর আঘাতে ৭ জন নিহত ও দেড় শতাধিক আহত হয়। তাদের মধ্যে ৫০ জন এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুলভান্ডার ইউনিয়নের তালুক বানীনগর, কাঞ্চনস্বর, আমিনগঞ্জ, কাকিনা ইউনিয়নের বানীনগর, হয়েষপুর, চলবলা ইউনিয়নের বন্ধের কুড়া, সোনারহাট, লোহাখুচি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার ঘর-বাড়ি। এছাড়া প্রায় ১০ হাজার ছোট বড় গাছপালা উপড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার পরিবার খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। বৃদ্ধ ও শিশুরা পড়েছে মহাবিপাকে। উত্তরাঞ্চলের জেলা লালমনিরহাট। এ অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র। আশ্বিন-কার্তিক মাস তাদের জন্য বড় অভিশাপ। কারণ এখানে এ সময় কৃষিভিত্তিক কোন কাজ থাকে না। ফলে বেকার লোকজন অভাবের মধ্যে দিন কাটায়। এই চরম অভাবের মাসে টর্নেডো তাদের ওপর যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। টর্নেডো বয়ে যাওয়ার কয়েকদিন অতিবাহিত হলেও দুর্গত এলাকায় সন্তোষজনক ত্রাণ তৎপরতা নেই। গত ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেলা প্রশাসন মাত্র ১০ মেট্রিক টন চাল ও ১ লাখ টাকা ত্রাণ সাহায্য হিসাবে বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিপরিবার ১০০/২০০ টাকা ও ২/৫ কেজি চাল সাহায্য পেয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যাভাব থাকায় লোকজন অ-খাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বৃদ্ধ ও শিশুদের মধ্যে পেটের পীড়া মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এলাকায় ৩টি মোবাইল মেডিক্যাল টিম সর্বক্ষণিক কাজ করছে।

কলাপাড়ায় সন্ত্রাস ॥ পুলিশের নীরব ভূমিকায় আরও বেশি আতঙ্কিত মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলাপাড়া থেকে ॥ কলাপাড়ায় সন্ত্রাসীর তাণ্ডব লুটপাট হামলায় মানুষ যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত পুলিশের ভূমিকায়। নির্বাচনোত্তর একের পর এক হামলা, সশস্ত্র তাণ্ডব চললেও পুলিশ উল্টো সন্ত্রাসীদের আড়াল করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে না। থানায় ক্ষতিগ্রস্তরা মামলা করলেও আসামীরা ঘুরছে প্রকাশ্যে। এমনকি ভাবি ক্ষমাতাসীন দলের কলাপাড়া নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য বললেও কোন কাজ হচ্ছে না। এসব কারণে মানুষ পুলিশের ভূমিকায় আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী আলীপুর বন্দরে সেখানকার ২৫/৩০ সশস্ত্র সন্ত্রাসী নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে নাভাচাপলী ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতাসহ অর্ধশত ব্যক্তিকে জখম করে। এদের মধ্যে ৫ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল পাঠানো হয়। সেখানেও পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়েছে সন্ত্রাসীরা। চিকিৎসার চেয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে তাঁরা পালিয়ে আবার কলাপাড়া হাসপাতালে ফেরত এসেছেন। চিকিৎসা ছাড়াই কলাপাড়া হাসপাতালে নিরাপদে আছেন বলে আহতরা জানান। ঐ রাতে সংবাদকর্মী নাসির উদ্দিনের দোকানপাটে হামলা ভাংচুর লুটপাট হয়। পিস্তল ঠেকিয়ে সাইকেলের চেন দিয়ে বেধড়ক মারধর করে জখম করে তাকে। এ ঘটনায় মামলা দেয়ার জন্য থানায় গেলে মামলা নিতে গড়িমসি করে বলা হয় পিস্তলের কথা বলা যাবেনা। কুয়াকাটা ফাঁড়ির ও মহীপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশদের সঙ্গে রয়েছে সন্ত্রাসীদের দহরম মহরম। এক সঙ্গে তাদের আড্ডা দিতে দেখা যায়। অথচ ঐ ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্তের দায়িত্ব সেখানকার কর্মকর্তাদেরই দেয়া হয়েছে, এ নিয়েও ক্ষতিগ্রস্তরা আর এক দফা উদ্বিগ্ন। পুলিশের এই ভূমিকার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কলাপাড়ায় যে কোন সময়ে বড় ধরনের সহিংসতা ঘটতে পারে। সর্বশেষ রবিবার সন্ধ্যার পরপরই কলাপাড়া আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান হাওলাদার (৪৫) কে শহরের চৌরাস্তায় একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী বেধড়ক মারধর করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আওয়ামী লীগের আহত এই নেতা ৮/৯ জনের নাম বলেছেন। এরা সবাই পুলিশের খাতায় ওয়ান্টেড। দু'দিন আগে, এমনকি ঘটনার দিনও তাদের থানার আশপাশে খোলামেলা ঘুরতে দেখেছে মানুষ। কিন্তু এখন পুলিশ বলেছে এরা পলাতক। সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার কলাপাড়ায় অর্ধ দিবস হরতালও পালিত হয়। বিএনপির আহ্বায়কসহ চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে বলেছেন। কিন্তু পুলিশ চুপ চাপ। এ কারণে সাধারণ মানুষ কলাপাড়ায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার জন্য পুলিশকেই বেশি দায়ী করেছেন এবং মুখে মুখে বলে বেড়াচ্ছেন পুলিশের ভূমিকার কারণেই শান্ত কলাপাড়া এখন সন্ত্রাসী জনপদ।

সহিংস ঘটনায় গলাচিপা অশান্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগ পরস্পরকে দায়ী করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলাচিপা থেকে ॥ নির্বাচনোত্তর নানা সহিংস ঘটনায় সাগর তীরের শান্ত গলাচিপা অশান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসীরা একের পর এক নিরীহ মানুষকে কুপিয়ে আহত করছে। বাড়িঘর দোকান লুট হচ্ছে। লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গলাচিপার কাছারীকান্দা গ্রামের ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবার নির্বাচনের পর থেকে 'শরণার্থী' জীবনযাপন করছে। পুলিশের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা বাড়িঘরে ফিরে আসতে পারছে না। স্থানীয় বিএনপিসহ চারদলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগ এ সমস্ত সন্ত্রাসী ঘটনায় পরস্পরকে দায়ী করেছে। নির্বাচনের পরদিন থেকেই গলাচিপা নানান সন্ত্রাসী ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের আহ্বায়ক এবং গলাচিপা পৌর চেয়ারম্যান আবু তালেব মিয়া লিখিত অভিযোগ করেছেন, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা গত কয়েকদিনে গলাচিপার বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনীর উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। গলাচিপা শহর ছাড়াও বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের কুপিয়ে মারাত্মক আহত করা ও বাড়িঘরে হামলা অব্যাহত রয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলা ও নির্যাতন থেকে ১শ' বছরের বৃদ্ধ এবং কোলের শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। গলাচিপায় একমাত্র কাছারীকান্দা গ্রাম থেকে ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। কাছারীকান্দা গ্রামটি এখন প্রায় মানুষশূন্য। শুধুমাত্র বয়স্করা বাড়িঘর আগলে বসে আছে। বাড়ির যুবতী মেয়ে এবং বউঝিদের নিয়ে পুরুষরা এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসীরা দিনরাত ২৪ ঘন্টা রামদা নিয়ে গ্রামটি পাহারা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সদানন্দ বেপারীর ক্ষেতের আখ এবং রঞ্জন মালাকারের পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ গত দু'দিনে কয়েকবার কাছারীকান্দা গ্রামে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু দূর থেকে গাড়ির শব্দ পেয়েই সন্ত্রাসীরা সটকে পড়েছে। পুলিশ ফিরে এলে সন্ত্রাসীরা আবার হাতে রামদা নিয়ে পাহারা বসাচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘুরা তাদের বাড়ি ঘরে ফিরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। গলাচিপার পাঙ্গাসিয়া, চিকনিকান্দী ও ডাকুয়াসহ বিভিন্ন গ্রামের বেশকিছু সংখ্যালঘু পরিবার একইভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই

মোজাম্মেলম হোসেন মুন্না, গোপালগঞ্জ থেকে ॥ গোপালগঞ্জ পৌরবাসীর চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গোপালগঞ্জ পৌর পার্কটিকে আজ আর কেউ পার্ক বলতে পারবে না। একসময় পৌর পার্কটিকে পৌর কর্তৃপক্ষ সাজিয়ে তুললেও ধীরে ধীরে অজ্ঞতা কারণে চিত্তবিনোদনের জন্য স্থাপনকৃত উপকরণ খোয়া গেছে। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পার্কের প্রাচীর, বেঞ্চ ও কিছু মেহগনি গাছ। ১৯৯৩ সালে পার্কের দক্ষিণ পাশের অর্ধেক জায়গা জুড়ে নির্মাণ করা হয় পৌর ভবন। বাকি অর্ধেক এলাকার সর্ব উত্তরে নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার এবং পৌর পানি সরবরাহের পাম্প হাউস। সড়ক বিভাগ ইতোমধ্যে পার্কের পূর্ব পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সম্প্রসারিত কাজ করার জন্য পার্কের মধ্যে পিলার স্থাপন করেছে। ফলে পার্কটির নিজস্ব আয়তন কমেছে। অবশিষ্ট জায়গা গো-চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং বালু ব্যবসায়ী ও কাঠ ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। কেউ দেখলে পৌর পার্কটিকে আর পার্ক বলতে পারবে না। এদিকে ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা গোপালগঞ্জ পৌর পার্কের ঠিক উল্টাদিকে ছিল "মহানন্দ পার্ক" নামে একটি পার্ক। সেখানে ছিল বড় বড় বটগাছ। বটগাছের গোড়া ছিল সানবাঁধানো। পার্কের মধ্যে ছিল বেঞ্চ। তখন শহরের একমাত্র পার্কই ছিল এটি। সকাল-বিকাল অসংখ্য লোকের সমাগম থাকত ঐ পার্কে। কিন্তু কালের বিবর্তনে মহানন্দ পার্কটি শুধু অনেকের স্মৃতিতেই রয়ে গেছে। এখন ঐ পার্ক এলাকায় গড়ে উঠেছে হোটেল রেস্তরাঁ। কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না এককালে এখানে কোন পার্ক ছিল। পৌরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি উন্নতমানের পার্ক এবং শিশুদের জন্য একটি শিশু পার্ক। কিন্তু এর কোন উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না গোপালগঞ্জ পৌর কর্তৃপক্ষের।

প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরা ভোলার দুই অবোধ শিশুর করুণ কাহিনী–

সংবাদদাতা, ভোলা থেকে ॥ উটের জকি হিসাবে ৩ বছর কাজ করে কোনমতে প্রাণ নিয়ে দুবাই থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে ভোলার দুই অবোধ শিশু। দুবাইতে অমানুষিক নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরেছে তারা সোমবার ভোলা পৌঁছে। ইসমাইল (৯) ও এমরান (৭) তাদের বাবা-মার অজ্ঞতা এবং দালালের প্রতারণার শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উটের সঙ্গে কাটিয়েছে জীবনের ৩টি বছর। অবোধ এই শিশু দু'টির বাড়ি ভোলা শহরের উপকণ্ঠ চরছিকলী গ্রামে। সম্পর্কে ওরা সহোদর। বাবা মোসলেম দালাল আলমগীরের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে নিয়ে '৯৮ সালের ৩ নবেম্বর পাড়ি জমান দুবাই। দালাল আলমগীরকে দিয়ে যান নগদ ৮০ হাজার টাকা। দুবাই গিয়ে তাকে আরও ৮০ হাজার টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে যান। একই গ্রামের দালাল আলমগীর ওই পরিবারটিকে ঢাকা বিমানবন্দরে বিদায় জানায়। মোসলেমের স্ত্রী বিউটি বেগম (৩৪) জানান, দুবাই বিমানবন্দরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের দু'চোখে ছিল শুধুই স্বপ্ন। ছেলে ইসমাইল ও এমরানকে বিদেশে পড়াশুনা করানোর পাশাপাশি নিজেদের বিত্তবান হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু দুবাই বিমানবন্দরে পৌঁছার পর দালাল হরলিলার আচরণ তাঁদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। দুবাইয়ের দালাল হরলিলা এই পুরো পরিবারটিকে তার বাসায় নিয়ে যায়। পরদিন হরলিলার বাসায় আসে এক আরব শেখ। ইসমাইল ও এমরানকে দেখানো হয় ওই শেখকে। ততক্ষণে দুই বাঙালী মহিলার মাধ্যমে মোসলেম দম্পতি খবর পেয়ে যান তাঁদের দুই আদরের সন্তান বিক্রির কথা। ওই শেখ জোরপূর্বক বড় ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে যায় উটের খেলা শেখানোর কথা বলে। ৫ দিন পর কোন কাজ না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বিউটি বেগমকে একটি রুমে আটকে রাখা হয় দুই মাস। খাবার চাইলে তাঁকে প্রায়ই মারধর করা হতো। দুই মাস পর ছোট ছেলে এমরানকে নিয়ে যায় শেখ। তখন এমরানের বয়স মাত্র ৪ বছর। এমরানের মা বিউটিকে ওই ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। মোসলেম এবং বিউটি কোন কাজ না করলেও একটি ঘর ভাড়া নেন। শেখ তাঁদের দুই পুত্রের পারিশ্রমিক হিসাবে ৬শ' দিনার দিত। কাজ চাইলে মারধর করত। পালিয়ে কোথাও কাজ করলে শেখ পারিশ্রমিক দিতে নিষেধ করত। মোসলেম এবং বিউটি জানান, দুবাই পুলিশের কাছে পালিয়ে গিয়ে সাহায্য চেয়েছি। কিন্তু তারা বাঙালীর বিচার করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়।

ইসমাইল আর এমরান তাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের বিভীষিকাময় ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে, মৃত্যুটাই ছিল তাদের কাছে স্বাভাবিক। প্রখর রৌদ্র, বাতাস নেই বললেই চলে, তার মধ্যে শেখ তাদের মারধর করে উটের পিঠে তুলে দিত। পড়ে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তারা চিৎকার করে কেঁদেছে। আর উট দূরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ আনন্দ করত। ইসমাইল এবং এমরান গত ৩ বছরে তাদের অনেক সতীর্থ বন্ধুর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে। পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মা-বাবাকে দেখার সুযোগও পায়নি। প্রচণ্ড গরমে পানির পিপাসা পেত। পানি চাইলে মারধর করা হতো। তাই খেলার সময় কখনই তারা পানি চাইত না। অনেক বাঙালী শিশু একটু বড় বা স্বাস্থ্যবান হওয়ায় তাদের খাবার বন্ধ করে দেয়া হতো। কারণ ওজন বেশি হলে তাদের বহন করে উটের দৌড়াতে কষ্ট হয়। উটের জকি শিশুরা একটু বেশি বড় হয়ে গেলে তাদের জকির কাজের পরিবর্তে উট রাখতে দেয়া হয়। এক নাগাড়ে প্রায় ৩ বছর উটের সঙ্গে বসবাস করতে করতে হঠাৎ গত মাসে ইসমাইল ও এমরান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড জ্বর, কাশি ও মাথাব্যথায় তারা মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে শেখ গভীর রাতে দুই সহোদরকে বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেয়। ডাক্তার দেখানোর কথা বলে মোসলেম দম্পতি গত মাসে গভীর রাতে দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে হাজির হয় দুবাইস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসে। দূতাবাসের এক কর্মকর্তা এ পরিবারটিকে তাঁর বাড়িতে ১২ দিন রেখে খবর পাঠান বাংলাদেশে। গত ৪ অক্টোবর তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের লোকজন তাঁদের গ্রহণ করে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির কাছে হস্তান্তর করেন। সোমবার ওই সংস্থার কাউন্সিলর দীপ্তি বল ও আইনজীবী মাসুদ পারভেজ শিশু ইসমাইল, এমরান ও তার মা-বাবাকে নিয়ে ভোলা এসে দালাল আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু বিটিভি ও ইটিভিতে মোসলেম ও বিউটি তাঁদের দুই পুত্রকে নিয়ে বাংলাদেশে ফেরার খবর পেয়ে চরছিকলী ছেড়েছে দালাল আলমগীর। সোমবার পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের কাউকে পায়নি। সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার শেখ নাজমুল আলম জানিয়েছেন, আলমগীর রক্ষা পাবে না। তাকে খুঁজে বের করা হবে। সোমবার ভোলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খান মোঃ রেজাউল করিমের আদালতে ভিকটিম পরিবার ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেছেন।